দৈনিক বাংলা 46 ... 1-1 AUG 1994

শিক্ষকতা ॥ প্রত্যাশা আর বাস্তবতা

মূল্যবোধের এক ক্রান্তিকালে আমাদের বসবাস। উল্টা-পাল্টা খবর শুনে অবাক আর আহত হওয়া তাই খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মূল্যবোধই যখন বদলাতে শুরু করে, প্রত্যাশিত আচরণের কোন ভরসা তখন থাকার কথা নয়। থাকছেও না। নতুবা পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থী। পাসের গরজ তারই। ঔচিত্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে নকল করায় সে লেগে পড়তে পারে। নকলের দায়ে শিক্ষককে শাস্তি পেতে হবে কেন?

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব আমাদের জানা নেই। তবে হিসাবের পরীক্ষা কিছু একটা এলেই শুনতে হয়, অত হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে অতজন শিক্ষক বহিষ্কৃত। অপরাধ-নকলবাজি। এ পর্যায়ের শেষ খবর হচ্ছে নকল করায় সহায়তা করার দায়ে একজন শিক্ষকের শাস্তি। দু' বছরের সশ্রম জেল। খবরটা আমাদের বিস্মিত এবং আহত করেছে।

অন্যায় কাজে সহায়তা করার দায়ে যে কোন ব্যক্তিরই শাস্তি হতে পারে। একজন শিক্ষকের পক্ষেও অপরাধে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব কিছু না। এরপরও বিস্ময়ের অবকাশ থাকে এ জন্যে যে, সব মানুষের জন্যে সব ধরনের অপরাধ সম্ভব হওয়ার কথা নয়। একজন শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারিত। পঠন-পাঠন আর পরীক্ষা গ্রহণ সব কাজেই তার করণীয় স্থির হয়ে আছে। নকল প্রতিরোধের দায়িত্বই তার গ্রহণ করার কথা। নকল করার সহযোগীর ভূমিকা তিনি নেন কি করে?

ব্যাপারটা অধিকতর বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে এ জন্যে যে, নির্ধারিত একটি পাঠ্যসূচী ভিত্তিক পঠন-পাঠনেই শিক্ষকের দায়িত্ব বা ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না। পাঠ্যসূচীর বাইরেও শিক্ষার একটি লক্ষ্য আছে। পরিমাপের অযোগ্য এই পরোক্ষ লক্ষ্যটাই আসলে বড়। শিক্ষার সংজ্ঞাতেই যার স্বীকৃতি স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম বলেই চিহ্নিত করেছেন। চরিত্র-শক্তিকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বের কোন বিকাশ সম্ভব হতে পারে? অসততা অবলম্বনে সহায়তা করে শিক্ষক তাই অধিকারই লঙ্ঘন করেন না, পরিচয়ের মর্যাদাও অস্বীকার করেন।

ভাল-মন্দের সামাজিক অনুশাসনের ধারণা জন্মগত নয়। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই এ ধারণা বা বোধ জন্ম নেয়। এই প্রক্রিয়ায় একটা অনিশ্চয়তা জড়িয়ে আছে বলেও শিক্ষার আয়োজন। ভাল-মন্দের বোধ সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সমাজ তাকে অনিশ্চয়তার হাতে ফেলে রাখতে পারে না। শিক্ষার আয়োজন করে সমাজ এ অনিশ্চয়তা কাটাতে চায়। প্রত্যাশা করে, শিক্ষা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বুঝে নেয়ার ক্ষমতা বা দক্ষতা দেবে। শিক্ষিত নাগরিকের আচরণ হবে সামাজিক প্রত্যাশার পরিপূরক। শিক্ষার মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া পরীক্ষায় যদি অসদুপায়ের অবলম্বন ঘটে, বুঝতে হবে শিক্ষার গোটা আয়োজনই ব্যর্থ। আর এর সঙ্গে শিক্ষকের যোগসাজশ প্রমাণিত হলে মানতে হবে, অপরাধ আর শিক্ষার্থীতে সীমাবদ্ধ নেই—সমাজকেই আচ্ছন্ন করেছে। ব্যর্থতার বীজ আয়োজনেই নিহিত।

শিক্ষকদের জনপ্রিয় পরিচিতি মানুষ গড়ার কারিগর। খোদ কারিগর যদি অমানুষে পরিণত হন, তার সৃষ্টিও অন্য কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। গোড়ায় যে মূল্যবোধের ক্রান্তির কথা উল্লেখ করেছি, আদতে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলাই উচিত। সকলে অবশ্য তাই বলছেন। এ নিয়ে আক্ষেপ করছেন। শিক্ষকদের এজাতীয় নিন্দনীয় আচরণ যখন প্রমাণ পায়, এই আক্ষেপের উৎস আর হেতু বুঝতে অসুবিধে থাকে না। আমরা আহত হই বটে, তবে এর থেকে কিছু শিক্ষা নেয়ারও সুযোগ আছে। আমাদের আয়োজনেই যখন ত্রুটি রয়ে গেছে, সব দায় তরুণদের ঘাড়ে চাপিয়ে আত্মপ্রসাদ উপভোগের উপায় নেই।

পুরাণে-উপাখ্যানে শিক্ষকদের আদর্শবাদিতা আর ত্যাগের যেসব নজির আছে আমরা সে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে চাই না। আমরা যে সময়টাতে অবস্থান করছি, তখন শিক্ষকতাও একটা পেশা। এই পেশা হিসাবে দেখলেও শিক্ষকতা আর দুর্নীতির সমন্বয় বরদাশত করা যায় না। পেশার সঙ্গে প্রাপ্তির প্রত্যাশা অবিচ্ছেদ্য হলেও পেশা কখনো নীতির সীমা ছাড়াতে পারে না। বরং কতিপয় নীতিকে অবলম্বন করেই পেশার পরিচিতি আর মর্যাদা অবয়ব নিয়ে থাকে।

আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পেছনে তাকালেও দেখা যাবে, শিক্ষকতা পেশা হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু একজন শিক্ষকের কাছ থেকে এজাতীয় নৈতিকতা-হীন আচরণ তখন কল্পনায় আনাও ছিল অসম্ভব।

জানি, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে এ সমাজে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু সব ঘটনাই কি এমন অন্ধকারমুখী যে, মাথা তুলে দাঁড়ানোর শেষ নির্ভর শিক্ষাও ভরসার অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে? আদতে এ সময়ে পরিবর্তন যা ঘটেছে তাতে হতাশার চেয়ে আশা করার উপলক্ষই তো ছিল বেশী। মর্যাদার তৃপ্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর উপলক্ষ তো আমরা এ সময়েই পেয়েছি। বৃহৎ প্রাপ্তিকে মহত্তর করে তোলার উদ্যোগের অভাবই আমাদের বারবার অন্ধকারের দিকে টেনে নিচ্ছে। আর শিক্ষাক্ষেত্রে আবিলতার আবির্ভাবই আছে এর মূলে এমন উক্তিকে তাই ভুল বলে শনাক্ত করার ভয় নাই।

ভাল-মন্দ চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে দুঃখ করার কিছু থাকে না। চিনিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যারা মাথায় তুলে নেন বা নিয়েছেন, তাদের পা-ফসকানোর জের অনেক দূর যেতে বাধ্য বলেই প্রতিটি পদপাতের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশী। শিক্ষক যদি কুশিক্ষার বাহন হয়ে ওঠেন, অপরাধের মাত্রাও বেড়ে যায় বহুগুণ। ফলে, পরীক্ষা এলেই শিক্ষক নামধারী যারা দণ্ডিত হন, তারা কারো সহানুভূতি আশা করতে পারেন না। সহানুভূতির তো প্রশ্নই আসে না, ক্রোধ আর ঘৃণা পরিহার করে চলার সুযোগও তাদের থাকার কথা নয়।

গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক চরম হতাশা। আলোচনা থেকে তাই হতাশার ছায়া সরিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই হতাশাই যদি শেষ কথা হয়, আলোচনা ফাঁদারও দরকার থাকে না। এই অবকাশে তাই বলে রাখা ভালো, আমরা অবশ্যই হতাশ, তবে আশাহীন নই। আমাদের আশার উপলক্ষ শিক্ষক সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশই এখন পর্যন্ত এজাতীয় তৎপরতায় লিপ্ত।

সংখ্যার এ স্বল্পতা কিন্তু উপেক্ষাযোগ্য নয়। এক বালতি দুধ নষ্ট করে দেয়ার জন্যে এক বিন্দু চোনাই যথেষ্ট। তবু আশা বা ভরসার উপলক্ষ, স্বল্পকে আয়ত্তে আনা অসম্ভব হয় না। আমরা যদি সতর্ক হই, উদ্যোগী হই, শিক্ষার মহান পেশাকে এই সব অবাঞ্ছিত উপস্থিতি থেকে মুক্ত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোগ আসা উচিত শিক্ষক সমাজের মাঝ থেকেই। দলের ভেতর থেকেই দুষ্ট গরু সহজে শনাক্ত করা যায়। জাতি তার ভবিষ্যৎ শিক্ষক সমাজের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। শিক্ষক পরিচয়ের অযোগ্য যারা দলে ভিড়ে সর্বনাশ অনিবার্য করে তুলছে তাদের চিহ্নিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব সম্মানিত শিক্ষকদেরই নিতে হবে।

সংঘশক্তির দাপটে অনেক অঘটনই ঘটানো চলে। কিন্তু সংঘের শক্তি কখনো গোটা জাতির শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সংঘশক্তির দাপটে তাই জাতীয় স্বার্থ লঙ্ঘন করার স্বপ্ন দেখা চলে না। শিক্ষক পরিচয়ের যোগ্যতাই যাদের নেই, শিক্ষক সমাজ তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন না। দু'বছরের সাজা যদি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হয়, এ ধরনের অপরাধ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে কঠোরতর ব্যবস্থার কথাও ভাবা যায়।

আমরা অবশ্য বিবেকের জাগরণের উপর বিশ্বাসী। শাস্তি আর প্রতিকারের কথা না ভেবে আমরা তাই বিবেকের শাসন জাগিয়ে তোলার আবেদন রাখতে চাই। আমাদের শিক্ষক সমাজ যদি এদিকে একটু নজর ফেরান, পরীক্ষার দুর্নীতিই নয়, অনেক অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার হাত থেকেই জাতি রক্ষা পেতে পারে।

— সালেহ চৌধুরী।